স্থানীয়করণের প্রায়োগিক বাস্তবতা

রোহিঙ্গা সঙ্কটে সাড়াদানের প্রথম ১০০ দিনের কর্মকান্ডে স্থানীয় নেতৃত্ব

'নিরাপদ' এর সাথে যৌথভাবে গবেষণাটি সম্পাদিত এবং লিখিত

ডিসেম্বর, ২০১৭

হিউম্যানিটেরিয়ান হরাইজনস প্র্যাকটিস পেপার সিরিজ

HUMANITARIAN ADVISORY GROUP

Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster nirapad

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় স্থানীয় স্বত্বাধীন এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত একটি মানবিক ব্যবস্থার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর মানে হলো, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার স্থানীয় ও জাতীয় সাড়াদানকারীদের কাছে স্থানান্তর করা। কিন্তু বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের মতো জটিল এবং বহুমাত্রিক মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি কিভাবে প্রকাশিত হয়?

কিভাবে বৈশ্বিক 'স্থানীয়করণ এজেন্ডা' বর্তমানের এই মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে তা এই দ্রুত বাস্তব-সময় ভিত্তিক বিশ্লেষণটি বিবেচনায় নিয়েছে। এটি অনুসন্ধান করেছে কিভাবে স্থানীয়করণ বিষয়টি নেতৃত্ব, অর্থায়ন, কর্মের বিস্তৃতি, অংশীদারিত্ব, সমন্বয় এবং পরিপূরকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া, এটি উদীয়মান স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার প্রায়োগিক অনুশীলনসমূহ বিবেচনায় নিয়েছে যা ভবিষ্যৎ মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে আনুপাতিক হারে বাড়ানো যেতে পারে। এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য হলো, স্থানীয়করণ বিষয়ে আলোচনাকে উৎসাহিত করা এবং এ সম্পর্কিত প্রায়োগিক অনুশীলনসমূহকে তুলে ধরা। স্থানীয়করণ বিষয়টি যখন তত্ত্ব থেকে প্রায়োগিক অনুশীলনে রূপ নেবে, তখন তার রূপরেখা ও ফলাফল কি হতে পারে, এমন প্রশ্নই এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য।

বাংলাদেশে মানবিক সহায়তা কর্মকান্ডের যে উন্মেষ ও ক্রমধারা অব্যাহত রয়েছে, দৃশ্যতঃ তার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। অর্থায়ন এখনও মূলত প্রবাহিত হয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে; আন্তর্জাতিক কর্মী, যাদের অনেকেই স্থানীয় প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়াই, শত শত সংখ্যায় পৌঁছেছেন এবং সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আধিপত্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাতেই রয়ে গেছে। তবে, অন্তরালে পরিবর্তন ঘটছে। বাংলাদেশ সরকার একটি দৃঢ় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছে যা প্রথাগত আন্তর্জাতিক পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওগুলো সাড়াদান কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোর সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ততার সাথে কাজ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে পার্টনারশিপ করছে। এটি কি খুব সামান্য অথবা অনেক বড় একটি পরিবর্তন? এটি কি সেই রূপান্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল বিশ্ব মানবিক সহায়তা শীর্ষ সম্মেলনে এবং এই পরিবর্তনটি কি একটি ইতিবাচক মৌলিক পদক্ষেপ? নাকি এটি আমাদের সম্পর্ককে দুর্বল করে আরও পেছনের দিকে নিয়ে গেছে স্থানীয়করণ বিতর্ককে মেরুকরণ করার মাধ্যমে?

> **জীবন রক্ষা করার জন্য মানবিক দায়িত্বের বিষয়টি কিভাবে স্থানীয় নেতৃত্বাধীন সাড়াদান কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে?**

গবেষণা পদ্ধতি

এই প্রকাশনাটি বাংলাদেশে কর্মরত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মীদের সাথে পরামর্শ করে তৈরি করা হয়েছে । গবেষণাটি একটি জাতীয় পটর্যায়ের সংস্থার সাথে সমন্বয় পূর্বক পরিচালনা করা হয়েছে; তারা মাঠপর্যায়ে সকল সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। এটি একটি উচ্চস্তরের দ্রুত বিশ্লেষণ যা সম্পৃক্ত কর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত ধারা ও বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

২১টি

মূলতথ্যদাতার স্বাক্ষাৎকার

আন্তর্জাতিক এবং স্থানীয় সংস্থা, জাতিসংঘ, সরকারি কর্মকর্তা ও এনজিও নেটওয়ার্কগুলোর সাথে

পর্যবেক্ষণ

সমন্বয় সভাসহ কর্মরত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মীদের

নৈতিক গবেষণার নীতিসমূহ

অনলাইন জরিপ

৩৫টি

নথি পর্যালোচনা

৫টি

অনানুষ্ঠানিক আলোচনা

সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা সাড়াদান কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন এনজিও কর্মীদের সাথে

সঙ্কটের চিত্র

রোহিঙ্গা সঙ্কট এই অঞ্চলের সবচেয়ে জটিল ও দ্রুত-বর্ধমান সঙ্কটগুলোর মধ্যে অন্যতম। রাখাইন রাজ্যের সহিংসতার কারণে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট হতে আনুমানিক ৬২০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে, যা এই এলাকায় বসবাসকারী বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ভার আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই দ্রুত গতিসম্পন্ন ও বৃহদাকার মানুষ-প্রবাহ বিদ্যমান ক্যাম্পগুলোতে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সেবা প্রদানে ব্যাপক বিঘ্ন সৃষ্টি এবং একটি জরুরি মানবিক সঙ্কট তৈরি করেছে। কক্সবাজারে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা খুব বিপদাপন্ন ও জনাকীর্ণ ক্যাম্পে বসবাস করছে এবং তাদের অনেকেই মারাত্মক ট্রমায় আক্রান্ত।

বর্তমান আবেদন

৪৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

গৃহীত হয়েছে ৩৫%

নেতৃত্ব

বাংলাদেশে সরকার ও স্থানীয় সুশীল সমাজ উভয়েই দুর্যোগ মোকাবেলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামোগুলো অনেক বছর ধরে সাফল্যর সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে আসছে এবং সেখানে দৃঢ় নেতৃত্ব প্রতীয়মান।

আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর প্রবেশাধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে জাতীয় নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল খুব স্পষ্ট। নিবন্ধন প্রথা প্রতিষ্ঠার ফলে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কর্মপরিধি সীমিত হয়ে পড়ে। সরকারের সাথে শরণার্থী সাড়াদান কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য জন্য আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাকে নেতৃত্বদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটি একটি ব্যাতিক্রমী সিদ্ধান্ত ছিল; কেননা শরণার্থী বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হলো ইউএনএইচসিআর (UNHCR)। এর ফলে, আন্তর্জাতিক শরণার্থী সুরক্ষায় ইউএনএইচসিআর (UNHCR) এর পূর্ণ জবাবদিহিতার অনুশীলন এবং অবদান রাখার সক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে উদ্বেগ জন্ম নেয়।[১] নেতৃত্বদানকারী সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কর্মক্ষেত্র পূর্বনির্ধারিত হওয়ায় এই নেতৃত্বের সিদ্ধান্তসমূহ আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় দ্বিধার জন্ম দেয়। এটি অপেক্ষাকৃত অনুন্মোচিত ও স্পর্শকাতর একটি ক্ষেত্র, কিন্তু স্থানীয়করণ সম্পর্কে কথোপকথনে এই বিষয়টি স্বাগত জানানো ও আলোচিত হওয়া উচিত।

১ আইআরআইএন নিউজ ৩০ নভেম্বর ২০১৭, ইউএন বিড টু ইমপ্রুভ মাইগ্রেন্ট রিফিউজি রেসপনস, ফ্লান্ডারস অ্যাজ পলিটিক্যাল উইল ইভাপোরেটস; https://www.irinnews.org/analysis/2017/11/30/un-bid-improve-migrant-refugee-response-flunders-political-will-evaporates

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় পর্যায়ে সুশীল সমাজ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নেতৃত্ব নেওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত ছিল, কারণ সাড়াদান কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছিলো। স্থানীয় সহায়তাকর্মীরা জানিয়েছেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ত্রাণকার্যে নেতৃত্বদানের বিষয়সমূহ স্থানীয় এনজিও এবং জনগোষ্ঠির কাছ থেকে জাতিসংঘ ও কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অনেক স্টেকহোল্ডার মনে করেন যে, প্রথম তিন মাসের কার্যক্রমে স্থানীয় সংস্থাসমূহ নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নয়, বরং বাস্তবায়নে বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেছে। বিষয়টি চিত্র- ১ এ প্রদর্শিত নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে ধারণা সম্পর্কিত জরিপের ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে।

গঠনমূলক আলোচনার জন্য পরিবেশ তৈরি করার ব্যর্থতাই ছিল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্বের মধ্যকার বৃহত্তম ফাঁক। কর্মীদের সবল ও দুর্বল দিকের একটি সৎ মূল্যায়ন প্রয়োজন এবং সেইসাথে কার্যকরি সাড়াদান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে তাদের সম্ভাব্য পরিপূরক ভূমিকা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্থানীয়করণের আলোচনা অন্তঃদেশীয় পর্যায়ে গঠনমূলক আলোচনায় সহায়ক হয়নি। প্রচেষ্টার স্থানীয়করণ এবং মেরুকরণ উদ্যেগে বিশ্বব্যাপী এক ধরনের দ্বান্দ্বিকতা বিরাজ করে-"স্থানীয়করণ করবো, নাকি জীবন রক্ষায় গুরুত্ব দেবো?"- এই ধারণা পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস এবং বিবাদের সৃষ্টি করেছে যা রোহিঙ্গা সংকটে সাড়াদান কার্যক্রমের প্রায়োগিক বাসতবতায় প্রতিফলিত হয়েছে।

চিত্র ১: দুর্যোগ সাড়াদান কার্যক্রম কতটুকু জাতীয় নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?[২]

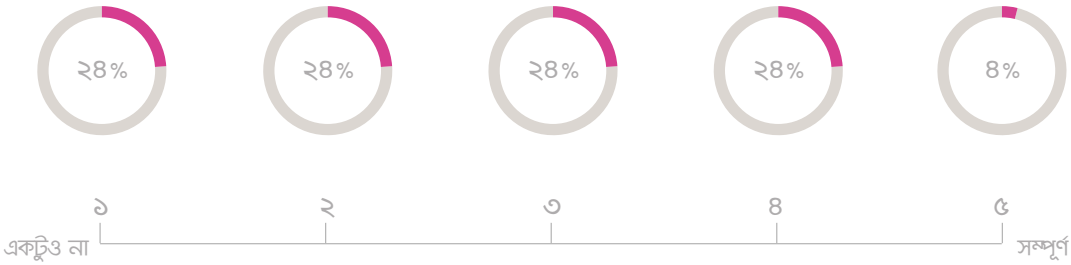

সাড়াদান কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় কর্মীদের কতটুকু নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

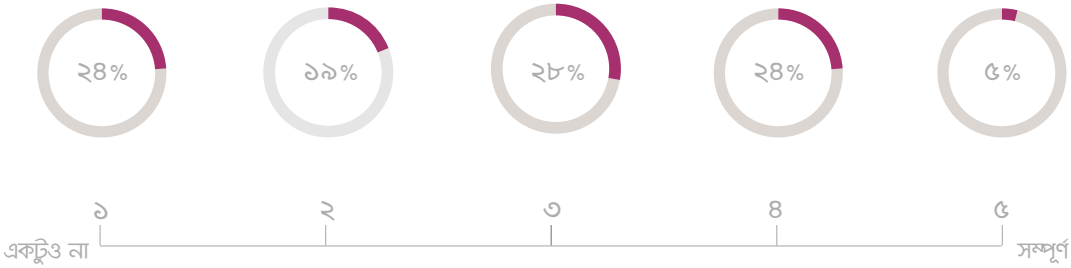

২ স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সাড়াদানকারী কর্মীদের "ধরণা জরিপ" থেকে প্রাপ্ত তথ্য। জরিপটির ফলাফল ইঙ্গিতবাহী, কিন্তু পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়।

তহবিল বরাদ্দ

শীর্ষ ২০ বৃহত্তম তহবিলপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর তহবিলের চিত্র[৩]

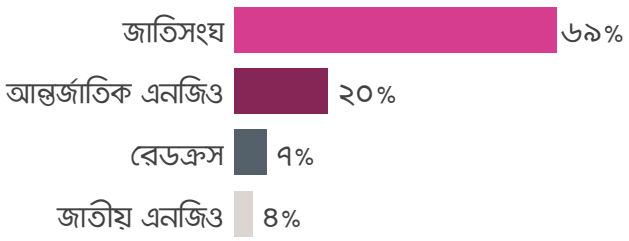

বর্তমান তহবিল বরাদ্দকরণে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাগুলোতে আরো বেশি সরাসরি অর্থায়ন বিষয়ক প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখা যায় না। অধিকাংশ অর্থ, ৬৯ শতাংশ, জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা- আইওএম, ইউএনএইচসিআর এবং ডাব্লিউএফপি এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। বৃহত্তম তহবিলপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক এনজিও এসিএফ পেয়েছে ৭.৮ শতাংশ তহবিল। ব্র্যাক এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি শুধুমাত্র এই দুইটি জাতীয় সংস্থা বরাদ্ধকৃত অর্থের ২.১ শতাংশ এবং ১.৩ শতাংশ লাভ করেছে।৪ যদিও তথ্যগুলো অসম্পূর্ণ (কারণ, এখানে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাগুলোতে পরোক্ষভাবে বরাদ্দকৃত অর্থের প্রতিফলন দেখানো হয়নি), তথাপি এ কথা বলা যায় যে, 'গ্রান্ড বার্গেইন' অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাগুলোর জন্য সরাসরি ২৫ শতাংশ তহবিল বরাদ্দকরণ প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন এখানে দেখা যায় না।

দক্ষ কর্মী নিয়োজনের সক্ষমতা

বেশ কিছু নিয়ামক দেখে বোঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক স্থানীয় সক্ষমতাকে সহযোগিতার জন্য দ্রুত নিয়োজনের যে ধারা ব্যবহৃত হতো, তা পরিবর্তিত হয়েছে। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, দক্ষ কর্মী নিয়োজনের ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিজ্ঞতাসম্পন আন্তর্জাতিক সহায়তাকর্মীদের তুলনায় আঞ্চলিক সহায়তাকর্মীদের অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সক্ষমতাকে কাজে লাগানো এবং সাড়াদান কাজে নিযুক্ত করার মাধ্যমে স্থানীয় অংশীদারদের ক্ষমতায়িত করার উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পরিকল্পনা এবং সমন্বয় ফোরামে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্মীদের এটি সহযোগিতা করেছে, অন্যথায় এ ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক কর্মীদেরকে প্রভাব বিস্তার করতে দেখা যেত। জনগোষ্ঠি পর্যায়ে কাজের ক্ষেত্রেও এটি স্পষ্ট দেখা গেছে, বিশেষ করে, যেসব সেক্টরে স্থানীয় কর্মীদের ভূমিকাকে নিয়োজনের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়েছে, যেমন- সাইট ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ পানি ও পয়োঃনিষ্কাশন খাত।

এই ইতিবাচক পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক কর্মী নিয়োজনের ধারা জাতীয় কর্মীদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সহায়তাকর্মীরা উল্লেখ করেছেন যে, প্রতি আবর্তনে আগত আন্তর্জাতিক কর্মীদের স্থানীয় কাজের ধারার সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তথা স্থানীয়দের স্বল্পমেয়াদি নিয়োজন, দুর্বল হস্তান্তর প্রক্রিয়া এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কাজের গতি সঞ্চারণে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়া, এই বৃহদাকার আন্তর্জাতিক কর্মী উপস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সীমাবদ্ধতায় উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

অংশীদারিত্ব

পূর্ববর্তী যেকোনো সাড়াদান কার্যক্রমের তুলনায় রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে অধিক অংশীদারিত্ব দেখা গেছে। তবে, স্বল্পমেয়াদী এবং প্রথাগত চুক্তির প্রকৃতির কারণে এই অংশীদারিত্বসমূহের কার্যকারিতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। দেখা গেছে, জাতীয় কর্মীরা নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান অংশীদারিত্বের পরিবর্তে মূলত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে।

এই অংশীদারিত্বের গতিশীলতার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি নিয়ামক রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত নিবন্ধন প্রক্রিয়া নতুন আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কর্মপরিধিকে সীমিত করেছে। তাই, নতুন আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে স্থানীয় সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে হয়। এরফলে, কক্সবাজারে কর্মরত জাতীয় ও স্থানীয় কিছু এনজিওতে কাজের জন্য আন্তর্জাতিক কর্মী প্রবাহ বেড়ে গেছে।

ফলস্বরূপ, বর্তমানে অনেক আন্তর্জাতিক এনজিও স্বল্প সংখ্যক স্থানীয় সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব করছে। এতে করে এই স্থানীয় এবং জাতীয় সংস্থাসমূহের অংশীদারিত্ব ও সক্ষমতা বৃদ্ধির তেমন কোন সহযোগিতা না থাকায় তাদের ধারনক্ষমতা অতিক্রম করছে এবং তারা সাধ্যের অতিরিক্ত

৩ শীর্ষ ২০ বৃহত্তম তহবিলপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর তহবিলের চিত্র - এর মধ্যে বাংলাদশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্তর্ভুক্ত, ফিন্যানসিয়াল ট্র্যাকিং সার্ভিস, ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ অনুযায়ী।

৪ ইউএন ওসিএইচএ, ফিন্যানসিয়াল ট্র্যাকিং সার্ভিস, ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ অনুযায়ী।

চাপের সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম ও চুক্তির প্রকৃতি এবং অতিরিক্ত জবাবদিহিতা ও রিপোর্টিং এর প্রয়োজনীয়তার ফলে এই অংশীদারিত্বের কার্যকারিতা এবং স্থায়ীত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

ধারণা করা হতো, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব জোরদার করার জন্য আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয় সংস্থার কর্মীই জবাবদিহিতামূলক ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বাস্তব ঝুঁকি হলো, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাগুলো একসাথে বহুবিধ চুক্তি সম্পাদন করতে গিয়ে তাদের ধার্যকৃত নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনে হিমশিম খায়; অথচ, আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী কার্যকরীভাবে মানবিক সহায়তা প্রদানের সমষ্টিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য যৌথভাবে কাজ সম্পাদন ও সমাধান করা প্রয়োজন।

সমন্বয়

সহ-নেতৃত্বপ্রদানকারী এনজিও

খাদ্য নিরাপত্তা — ডাব্লিউএফপি

শিক্ষা — ইউনিসেফ, এসসিআই

ওয়াস — এসিএফ, ইউনিসেফ

জাতীয় সহ-নেতৃত্বপ্রদানকারী

খাদ্য নিরাপত্তা — মুক্তি

সমন্বয় কাঠামোতে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সঙ্কটের শুরুতেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সহ-নেতৃত্বপ্রদানকারী এনজিও নির্ধারণ করা হয় এবং সংস্থাগুলোর প্রত্যেককে আইএসসিজি গ্রুপ ও ওয়ার্কিং গ্রুপকে সহযোগিতার দায়িত্ব দেয়া হয়। দীর্ঘমেয়াদী সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয় যে, এ সকল সহ-নেতৃত্বপ্রদানকারী এনজিওগুলো যাতে বাংলাদেশে অবস্থিত হয় এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও'র সংমিশ্রণ যাতে এখানে থাকে। বেশ কয়েকটি সেক্টরে সরকারী মন্ত্রণালয়ের সাথে অনানুষ্ঠানিক সহ-নেতৃত্বপ্রদানকারী সংস্থা রয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক এবং/অথবা জাতীয় এনজিওগুলোর নেতৃত্বে বা সহ-নেতৃত্বে সেক্টরভিত্তিক কিছু টাস্ক টিম বা ওয়ার্কিং গ্রুপ পরিচালিত হচ্ছে।

সাড়াদান কাঠামোতে স্থানীয় সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিত্ব ও বলিষ্ঠভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য স্থানীয় এনজিওগুলোর নেটওয়ার্ক ও কোয়ালিশন প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এনজিও নেটওয়ার্ক, যেমন- এনজিও কো-অর্ডিনেশন ও সাপোর্ট সেল এবং কক্সবাজার সিভিল সোসাইটি নেটওয়ার্ক তথ্য ঘাটতি পূরণে কাজ করছে এবং একটি সাধারণ তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বৃহত্তর সমন্বয় কাঠামোতে এনজিওদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

আইএসসিজি (IOM/ OCHA) এবং সাড়াদান কার্যক্রমে জড়িত এনজিওগুলো আলোচনার মাধ্যমে 'এনজিও কো-অর্ডিনেশন ও সাপোর্ট সেল' গঠনের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। উক্ত সেলটি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের সমন্বয় ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। আইএসসিজি এর তত্ত্বাবধানে একজন জাতীয় ও একজন আন্তর্জাতিক কর্মী দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। এটি আইএসসিজির সামগ্রিক অবকাঠামোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেখানে সকল পদের জন্য একজন জাতীয় এবং একজন আন্তর্জাতিক কর্মী নিয়োগের প্রবিধান রয়েছে।

বাস্তবে অধিকাংশ সমন্বয়কারী কাঠামোতে আন্তর্জাতিক কর্মীদেরই সুস্পষ্ট আধিপত্য বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা ও ওয়াস সেক্টরগুলোতে এনজিওদের সহ-নেতৃত্ব বিদ্যমান, সেখানে শুধুমাত্র খাদ্য নিরাপত্তার সেক্টরে একটি জাতীয় এনজিওর সহ-নেতৃত্ব রয়েছে। ফলে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ থাকা সত্ত্বেও, সার্বিকভাবে একটি সাধারণ ধারণা ছিলো যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত মানবিক সমন্বয় প্রক্রিয়ায় জাতীয় প্রতিনিধিত্বের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিষয়টি চিত্র-২ এর মাধ্যমে আরও সুস্পষ্ট হয় ওঠে। এছাড়া, স্থানীয় কর্মীদের আন্তর্জাতিক সমন্বয় প্রক্রিয়ায় সুযোগ প্রদানে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। যেখানে মনে করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, স্থানীয়দের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের পরিবর্তে অনান্য কম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সংযোগ স্থাপন করেছে।

চিত্র ২: স্থানীয় এবং জাতীয় কর্মীরা সমন্বয় প্রক্রিয়ায় কতটুকু নেতৃত্ব প্রদান করেছে?

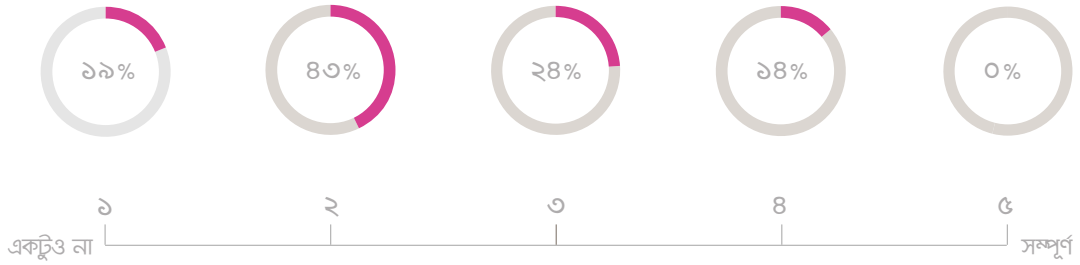

জাতীয় কর্মীরা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। আন্তর্জাতিক কর্মীরা আইএসসিজির নেতৃত্বাধীন কাঠামোর মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করছে।

পরিপূরকতা

স্টেকহোল্ডারবৃন্দ উল্লেখ করেন যে, সরাসরি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওগুলোর নেতৃত্বকে সহযোগিতা করার সদিচ্ছা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ছিলো, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এটি করা ছিলো খুব চ্যালেঞ্জিং। যথাযথ সক্ষমতাসম্পন্ন স্বল্প সংখ্যক স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও সাড়াদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করায় সাড়াদান কার্যক্রমের গুণগতমান হ্রাস পেয়েছে। একইসাথে, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ও উক্ত স্থানে প্রবেশগম্যতায় বাধার কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সাড়াদান কার্যক্রমের ঘাটতি পূরণে সর্বতোভাবে অবদান রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

যে কোন কার্যকারি সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সংস্থাসমূহের যৌথ পরিপূরক প্রচেষ্টার একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকা প্রয়োজন। কোন সংস্থা কোথায় এবং কি দ্রব্য বিতরণের জন্য সর্বাপেক্ষা ভালো তা নির্ধারণ করার জন্য গঠনমূলক সংলাপ প্রয়োজন বলে স্টেকহোল্ডারবৃন্দ মনে করেন। সার্বিক কার্যক্রমে রূপরেখার অভাব এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহের সক্ষমতা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান প্রকল্প পরিচালনায় একটি বৃহত্তর দূর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

> ‘জাতীয় সংস্থাসমূহকে কৌশলগত উপায়ে সহায়তা করার জন্য আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে এবং তা করতে হবে এমনভাবে যা সত্যিকার অর্থে ক্রমবর্ধমান স্থানীয়করণকে সহায়তা করে।’

স্থানীয় স্বত্ত্বাধীন নেতৃত্ব - কার্যকর করার উপায়

স্থানীয়করণ বিষয়ে সংলাপের জন্য নিরাপদ পরিবেশ এখনো অনুপস্থিত। উপরন্তু, আন্তর্জাতিক স্থানীয়করণ বিষয়ে কথোপকথন একটি দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে যা কার্যক্ষেত্রে আলোচনার সম্ভাবনাসমূহকে বাধাগ্রস্থ করছে। তবে, স্থানীয়করণকে তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে বাস্তবে রূপদানের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংলাপের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশী কর্মীরা বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করতে পারেন। কর্মীদের সংলাপের রূপরেখা গঠনের জন্য সম্ভাব্য মূল প্রশ্নসমূহ হতে পারে নিম্নরূপঃ

কি ধরনের কর্মীর সংমিশ্রণ থাকলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠির জন্য সর্বোত্তম মানবিক ফলাফল অর্জন করা যাবে?

বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিশ্রুত স্থানীয় স্বত্বাধীন ও নেতৃত্বাধীন মানবিক ব্যবস্থার সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করতে পারছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। মানবিক সহায়তার মূল লক্ষ্য হলো মানবিকতা, নিরপেক্ষতা, স্বাতন্ত্র্য ও পক্ষপাতহীনতা নীতির ভিত্তিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠিকে জীবনরক্ষাকারী সেবাসমূহ প্রদান করা। মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক সংজ্ঞানুযায়ী সর্বাপেক্ষা ভালো কোন সংস্থা নির্ধারণ না করে বরং কোন সংস্থা জনগোষ্ঠির চাহিদা পূরণ করতে পারবে তা আক্রান্ত জনগোষ্ঠির কাছ থেকে শোনা উচিৎ। এই সহায়তা কার্যক্রমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের সংস্থার অংশগ্রহণ প্রয়োজন; সেইসাথে অবদান রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় চিহ্নিতকরণ এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করার রূপরেখা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

প্রস্তুতি পর্বে কোন কোন বিষয়সমূহকে জোরদার করা যেতে পারে?

একটি দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কট পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রাথমিকভাবে দেখা গেছে যে, দ্রুত গতিসম্পন্ন জরুরি অবস্থায় স্থানীয় সাড়াদান কার্যক্রমের মূল ভিত্তি হলো প্রস্তুতি এবং অংশীদারিত্ব। তাই, কার্যকরী স্থানীয়করণের জন্য সঙ্কট শুরুর পূর্বেই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। তবে, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরো সৃজনশীল উপায়ের কথা ভাবা দরকার। এক্ষেত্রে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মীরা একে অপরের শিখন পর্যালোচনা করে সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় নির্ধারণ করতে পারে। এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারবৃন্দ উল্লেখ করেন যে, স্থানীয়করণ চাপিয়ে দেবার মত কোন বিষয় নয়, বরং জাতীয় পদ্ধতি, সাড়াদান সক্ষমতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে স্থানীয়করণ বাস্তবায়িত হতে পারে।

মানবিক সহায়তা কর্মীরা স্থানীয়করণ প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে কিভাবে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে?

"যতটা সম্ভব স্থানীয় এবং যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু আন্তর্জাতিক" - মানবিক সহায়তা কর্মীরা এই প্রতিজ্ঞায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৫] এই প্রতিশ্রুতিসমূহ অর্জন করার জন্য প্রয়োজন এমন একটি চুক্তি যা কি কাজ করা সম্ভব তা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে; ক্ষমতা ও সামর্থ্য পরিমাপের জন্য ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করতে পারে; এবং কখন ও কিভাবে আন্তর্জাতিক কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা দরকার তা নির্ধারণ করতে পারে।

আলোচ্য সাড়াদান কার্যক্রমে এই ম্যাট্রিক্সগুলোর উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি আন্তর্জাতিক কর্মীরা বড় পরিসরে মানবিক পদ্ধতি এবং সুষ্ঠু আচরণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছেন। অনেকেই মনে করেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থানীয় এবং জাতীয় সংস্থাসমূহের উপস্থিতির প্রেক্ষাপটে উক্ত আচরণ যথাযথ; স্থানীয় পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোর স্বচ্ছতার অনুপস্থিতিতে বিদ্যমান পদক্ষেপ সম্পর্কে অন্যরা অজ্ঞাত। এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশেষ কিছু প্রশ্নের মোকাবেলা করা উচিতঃ স্থানীয়করণ অর্জনে তারা কিভাবে সাড়াদানের আনুপাতিক বণ্টন পরিমাপ করবে; কেমন করে তারা সাড়াদান কার্যক্রমে আধিপত্য বিস্তার না করে স্থানীয় ক্ষমতায়ন এবং অংশীদারিত্বে সহায়তা করবে; এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা নীতি ও মান এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠির প্রতি জবাবদিহিতা বজায় রেখে তারা কিভাবে স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

এ ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্থাসমূহেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শুধুমাত্র তখনই স্থানীয়করণের সত্যিকার সম্ভাবনাসমূহ উপলব্ধি করা সম্ভব, যখন জাতীয় সংস্থাসমূহের সাধ্য ও সক্ষমতার একটি পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে। এই গবেষণায় সাড়াদান কার্যক্রমে জড়িত জাতীয় ও স্থানীয় সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়নি। এতে পরিলক্ষিত হয় যে, জাতীয় এবং স্থানীয় সংগঠনসমূহ সফলতার উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর পাশাপাশি দুর্বলতাসমূহ তুলে ধরতে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। প্রকৃতপক্ষে, সকল মানবিক সহায়তা কর্মীদের দায়িত্ব হলো, স্থানীয়করণ ধারণাকে বাস্তবে রূপদানের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে কতটুকু করা সম্ভব তা বিশ্লেষণের জন্য একটি উন্মুক্ত ও শ্রদ্ধাশীল সংলাপ পরিচালনায় সহায়তা করা।

৫ গ্র্যান্ড বার্গেইন ইনিশিএটিভ https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861

সাড়াদানের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য

প্রাক-২৪ আগস্ট: জনসংখ্যা প্রবাহের পূর্বাবস্থা

- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- প্রথম সাড়াদানকারী হলো অত্র এলাকায় ইতিমধ্যেই কর্মরত স্থানীয় সংস্থা, জাতিসংঘ, রেডক্রস আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহ।

২৪ আগষ্ট পরবর্তী - প্রথম ২ সপ্তাহ: আক্রান্ত জনগোষ্ঠির বিশাল প্রবাহ

- আনুমানিক দশ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান করছে
- জনসংখ্যা প্রবাহের গতি ও আধিক্যে প্রথম সাড়াদানকারী সংস্থাসমূহ বিপর্যস্ত
- বাংলাদেশ সরকার নবাগত জনগোষ্ঠির জন্য তার ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম প্রসারিত করে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা গ্রহণ করে

২-৬ সপ্তাহঃ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বৃদ্ধি

- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ তাদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে
- ত্রাণ বিতরণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থাসমূহ থেকে জাতিসংঘের সংস্থা সহ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হয়
- সাড়াদান কার্যক্রমে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সীমাবদ্ধতা জারি করা হয়
- জাতীয় সংস্থাসমূহ সাড়াদান কার্যক্রমে বৃহত্তর ভূমিকা পালন ও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য এ্যাডভোকেসি করে
- আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সাড়াদানকারীদের মধ্যে বৃহত্তর সংযোগ স্থাপনের জন্য এনজিও সাপোর্ট ও কো-অর্ডিনেশন সেল গঠন করা হয়
- স্থানীয় এনজিওদের অধিকতর জোরালো মতামত এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে কক্সবাজার-সিএসও ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা হয়

৬ষ্ঠ সপ্তাহ হতে বর্তমান: দ্রুত ও কার্যকরি সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ

- সমন্বয় পদ্ধতিতে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদের সম্পৃক্তকরণ এবং সাড়াদান কার্যক্রমের ফাঁক-ফোকড় কমানোর ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা
- সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগতমান বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা
- সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি কাঠামো ব্যবহার এবং স্থানীয় এনজিওদের জন্য অর্থ বিতরণ সহজতর করার প্রতি অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা

হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাডভাইজরি গ্রুপ (HAG) ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের মানবিক কার্যক্রমের মান উন্নয়নে কাজ করছে। একটি সামাজিক এন্টারপ্রাইজ হিসেবে HAG কারিগরি পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনে ইতিবাচক অবদান রাখে।

হিউম্যানিটেরিয়ান হরাইজনস একটি ৩ বছর ব্যাপী গবেষণা উদ্যোগ। এই প্রোগ্রামটি প্রমাণ ভিত্তিক গবেষণা এবং পরিবর্তনের জন্য আলোচনার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এশিয়া ও ও প্যাসিফিক অঞ্চলের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অনন্য মান যোগ করেছে। এই প্রোগ্রামটি অস্ট্রেলিয়ান ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ারস অ্যান্ড ট্রেড এর সহায়তায় পরিচালিত।